



222685 - জুমার রাত যদি বজেডে তারখি পড়ে- তাহলে কিসটো কদররে রাত?

প্রশ্ন

এ বছররে সাতাশে রমযান জুমাবারে হবে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “রমযানরে শেষে দশকরে বজেডে কোন রাত যদি জুমাবারে পড়ে তাহলে সে রাত্রি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক”— এ কথা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত উক্তটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উক্তি হিসেবে আমরা পাইনি। বরং ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) এ উক্তটি ইবনে হুবাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করছেন; তিনি বলেন: “যদি রমযানরে শেষে দশকরে কোন এক বজেডে রাত শুক্রবারের রাত হয় তাহলে সেটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক”। [ইবনে রজব লিখিত ‘লাতায়ফুলা মাআরফি’ পৃষ্ঠা-২০৩]

এ উক্তটির প্রবক্তা এ ভিত্তিতে কথাটি বলছেন যে, শুক্রবারের রাত হচ্ছে- সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম রাত। তাই রমযানরে শেষে দশকরে বজেডে কোন রাত যদি শুক্রবার রাত পড়ে তাহলে সেটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, এ অভিমতটির পক্ষে আমরা কোন হাদিস কিংবা সাহাবীদের কোন বক্তব্য পাইনি। হাদিস থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, লাইলাতুল ক্বদর রমযানরে শেষে দশদিনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। শেষে দশদিনের বজেডে রাতগুলো লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর এ রাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় রাত হচ্ছে- সাতাশে রমযান; তবে সুনিশ্চিত করার সুযোগ নেই যে, এটাই লাইলাতুল ক্বদর।

মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে অনুসরণে শেষে দশদিনেরে প্রতরিতে লাইলাতুল ক্বদর অনুব্ষেণে সচেষ্ট হওয়া।

শাইখ সুলাইমান আল-মাজদে (হাফযাহুল্লাহ) বলেন: “শরিয়তেরে এমন কোন দলিল আমাদেরে জানা নেই যে, শুক্রবার রাত বজেডে রাত হলে সেটি লাইলাতুল ক্বদর হবে। অতএব, এ ধরণেরে কোন নিশ্চয়তা দয়া কিংবা এ অভিমতেরে শুদ্ধতায় বিশ্বাস করা— ঠিক হবে না। বরং শরিয়তেরে বর্ধান হচ্ছে— শেষে দশরাত্রিতে লাইলাতুল ক্বদর অনুব্ষেণে সচেষ্ট থাকা। যে ব্যক্তি শেষে দশরাত্রেরে প্রতটি রাতেরে আমল করবে এটা নিশ্চিত যে, সে লাইলাতুল ক্বদর পাবে। আল্লাহই ভাল জানেন।” [সমাপ্ত]



হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: “লাইলাতুল ক্বদর রমযানরে মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরপর রমযানরে শেষে দশদিনরে মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার শেষে দশদিনরে বজেডোড় রাতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সুন্নিদৃষ্টি কোনে রাতরে মধ্যে নয়। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলো সম্মিলিতভাবে এ অর্থই প্রমাণ করে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: “উবাই বনি কাব (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে, তিনি হলফ করে বলতেন: লাইলাতুল ক্বদর হচ্ছ— সাতাশে রমযান”। এ মাসয়ালার অনেকে অভিমতরে মধ্যে এটিও একটি। তবে, অধিকাংশ আলমেরে অভিমত হচ্ছ— এটি রমযানরে শেষে দশরাতরে অজ্ঞাত কোনে এক রাত। এ দশরাতরে মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হচ্ছ— বজেডোড় রাতগুলো। বজেডোড় রাতগুলোর মধ্যে অধিক আশাব্যঞ্জক হচ্ছ— ২৭ রমযান, ২৩ রমযান ও ২১ রমযান। অধিকাংশ আলমেরে মতে, এটি নন্নিদৃষ্টি কোনে একটি রাত; আবর্ততি হয় না। কিন্তু, সুক্বমদর্শী আলমেদরে মতে, লাইলাতুল ক্বদর আবর্ততি হয়। কোনে বছর ২৭ শে রমযান, কোনে বছর ২৩ রমযান এবং কোনে বছর ২১ শে রমযান কথিবা অন্য কোনে রাত। এ মতটির মাধ্যমে বপিরীতমুখী সবগুলো হাদিসরে মাঝে সমন্বয় করা যায়।”

[ইমাম নববীর ‘শারহু সহহি মুসলমি’ (৬/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে নং 50693 প্রশ্নোত্তর দেখো যতে পারে।

আল্লাহই ভাল জানেন।